যে নারী নয়ন জুড়ায়

[কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে]

মূল

আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ আল-জুদাঈ'

অনুবাদক

মুফতি মুহাম্মাদ ফিরদাউস

সম্পাদনায়

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

পিএইচ-ডি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারা

অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান

আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বংলাদেশ

যে নারী নয়ন জুড়ায়

[কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে]

মূল: আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ আল-জুদাঈ'

অনুবাদক: মুফতি মুহাম্মাদ ফিরদাউস

সম্পাদনায়: প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

প্রকাশনায়:
কাশফুল প্রকাশনী
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০,
ফোন +৮৮ ০১৭৩১০১০৭৪০, +৮৮ ০১৯১৮৮০০৮৪৯।

প্রকাশকাল: জানুয়ারী ২০২০

অনলাইন পরিবেশনায় :
www.rokomari.com, www.wafilife.com

ISBN : 978-984-34-8819-0

বানান ও ভাষারীতি: মাওলানা মিজানুর রহমান ফকির

প্রচ্ছদ ও ইনারসজ্জা:
বর্ণমালা গ্রাফিক্স, ভাটারা, ঢাকা। ০১৭১৫-৭৬৪৯৯৩

সার্বিক সহযোগিতায়:
কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ইনিশিয়েটিভ
৩৯/১, মাদানী গার্ডেন (মাদরাসা রোড) উত্তর আউচপাড়া,
টঙ্গী, গাজীপুর, ফোন: +৮৮ ০১৭১৭২২২৪২৯

মূল্য : ১৮০ [একশত আশি] টাকা মাত্র

JE NARI NOYON JURAY Translated by Mufti Muhammad Firdaws. Published by Kashful prokashoni. 34 Northbrok hall road, Madrasah Market (2nd flour) Bangla Bazar, Dhaka-1100, Mobile : +8801731010740, E-mail: kashfulprokashoni@gmail.com.

উৎসর্গ

আমার সহধর্মিনীর
সর্বাঙ্গীন কল্যাণ
কামনায় আমাদের
দাম্পত্য জীবন
সুখ-শান্তিতে
ভরে উঠুক—

এই প্রত্যাশায়

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা ---------- ০৫
অনুবাদকের কথা ---------- ০৯
ভূমিকা ---------- ১২
মুখবন্ধ ---------- ২২
পুরুষগণ নারীদের কর্তা ---------- ২৬
পুণ্যবতী স্ত্রী ---------- ৩৩
স্বামীর অবাধ্যতা ---------- ৪০
দুষ্ট নারীদের সংশোধন করার তিনটি ধাপ ---------- ৪১
স্বামীর অবাধ্যতায় বর্ণিত শাস্তি ---------- ৪৮
স্ত্রীকে শয্যায় আহ্বান করলে..... ---------- ৫৬
স্বামীর উপস্থিতিতে নফল সাওম পালন ---------- ৬০
অন্তরঙ্গ মুহূর্তের গোপনীয়তা প্রকাশ করা ---------- ৬৬
স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘরে কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া ------ ৭০
স্বামীর অনুপস্থিতে তার হকের হিফাযত ---------- ৭৭
নিজের ও স্বামীর সম্পদে হস্তক্ষেপের অধিকার ---------- ৮২
স্বামীর সেবা-শুশ্রূষা করা ---------- ৮৮
কাজের লোকের ব্যবস্থা করা ---------- ৯৬
পরিচ্ছেদ: আল্লাহর ইবাদাতে স্বামীকে সাহায্য করা ---------- ১০৩
স্বামী নামক নি'আমতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা স্ত্রীর
ওপর ওয়াজিব ---------- ১০৮
পরিচ্ছেদ: স্বামীর কাছে স্ত্রীর তালাক চাওয়া ---------- ১১৪
পরিচ্ছেদ: স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করে মাতা-পিতার
অনুসরণ করা ---------- ১১৭
সৎকাজে স্বামীর অনুকরণ করা ---------- ১১৯
পরিশিষ্ট ---------- ১২২

সম্পাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ....

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাদেরকে এমন এক দীন দিয়েছেন যাতে রয়েছে সকল মানব-মানবীর সব ধরনের সংকটের পরিস্ফুট সমাধান। আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রেরিত পুরুষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যার আচার-আচরণ, উচ্চারণ ও সমর্থনে চিত্রায়িত হয়েছে নারী-পুরুষ সবার জীবনালেখ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١]

"আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জোড়া; যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং সৃজন করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহমর্মিতা।" [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২১]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর যে অপরূপ মায়াবী বন্ধন, তার মাধ্যমে তিনি টিকিয়ে রেখেছেন মানব বংশধারা। এভাবে ইতিহাস জুড়ে মানবজাতি বিকশিত হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর শক্তিশালী বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে। বস্তুত

বৈবাহিক জীবন মানবজাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্বামী-স্ত্রী সেই জীবনের দু'টি ডানা হলেও প্রধান ভূমিকা পালন করে স্ত্রী। আল্লাহ তা'আলার অশেষ নি'আমতের মাঝে অন্যতম যে নি'আমত তা হলো পুণ্যবতী স্ত্রী। এই জগতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কত শত আনন্দ উপকরণ দান করেছেন তার কোনো হিসেব নেই। এতো সব উপভোগ্য আনন্দ উপকরণের মধ্যে "খাইরু মাতা'ঈদ দুনইয়া" তথা সর্বোত্তম ভোগ্যপণ্য হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ণয় করেছেন পুণ্যবতী স্ত্রীকে। কেননা বৈবাহিক জীবনের সামগ্রিক প্রশান্তি নিশ্চিত করতে প্রধান ভূমিকা রাখতে পারে একজন পুণ্যবতী নেককার স্ত্রী। পুণ্যবতী স্ত্রীর আচার-আচরণ সংসারে বয়ে আনতে পারে অনাবিল শান্তি, বুলিয়ে দিতে পারে নির্মল বাতাস। আর যদি স্ত্রী হয় দুশ্চরিত্রা তাহলে সংসার জীবনে নেমে আসে অশান্তির কালো ছায়া।

বর্তমান তথাকথিত আধুনিক সমাজে নারীরা তাদের দায়িত্ব ভুলতে বসেছে। পুণ্যবতী স্ত্রী যে গুণাগুণ অবলম্বনে জান্নাত কিনতে পারতো, সংসারে সুখ-শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিতে পারত সেগুলো বাদ দিয়ে নারীরা এখন বেপর্দা হয়ে দুনিয়া দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। পুরুষকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে প্রতিযোগিতায় নামার উগ্র মানসিকতা তৈরি হয়েছে। যার ফলে নারীরা একদিকে যেমন জান্নাত হারিয়ে জাহান্নামে যাচ্ছে, অপরদিকে সংসারে ছড়াচ্ছে অশান্তির বিষবাষ্প। ফলে ভেঙ্গে পড়ছে সমাজব্যবস্থা, ফাটল ধরছে পরিবারে।

ইসলাম যেহেতু সর্বসুন্দর, সর্বাঙ্গীণ সবল একটি দীন, তাই মানব জীবনের অন্যান্য অঙ্গের মতো পুণ্যবতী স্ত্রীর বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও রয়েছে ইসলামের পর্যাপ্ত উপস্থিত ও সরব পদচারণা। আরব বিশ্বের শক্তিমান গবেষক লেখক আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ আল-জুদাঈ' হাদীসের পরতে পরতে আল-কুরআনের বাঁকে বাঁকে সেই বিক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্যগুলোকে সংকলন করেছেন বক্ষমান বইটিতে। আদর্শ ও নয়ন জুড়ানো নারীর বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁর নিজস্ব সাহিত্য শৈলিতে কলমের নিপুণ আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন এই বইয়ে; যার ফলে বইটি হয়ে উঠেছে সংক্ষিপ্ত-প্রামাণ্য-সরল ও তথ্যপূর্ণ। বইটিরে অনুবাদ

করেছেন তরুণ আলেম মুফতি মুহাম্মাদ ফিরদাউস ইবন শাহজাহান। আমি বইটির সম্পাদনা করেছি— আলহামদুল্লিাহ অনুবাদটি বেশ মানসম্পন্ন, যাতে মূল লেখকের মর্মবাণী ও আবেদন অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা তিনি যেন এই তরুণ আলেমের মাধ্যমে ইসলামের সেবা করার তাওফীক দান করেন।

পরিশেষে স্বপ্ন দেখি— বইটির পাঠক-পাঠিকা, স্বামী-স্ত্রী একই সাথে জান্নাতের বাগানে বিচরণ করবে দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত দাম্পত্য জীবনের সুখ প্রলম্বিত হয়ে জান্নাতে ঠাঁই নিয়ে। তারা লক্ষ কোটি বছরের বৃষ্টি বিলাস করবে এবং নরম হলুদ রোদ পোহাতে কেটে যাবে অনন্তকাল —সেই আশাই করছি। পাশাপাশি বইটির লেখক, অনুবাদক ও বইটির সাথে যাদের পরিশ্রম জড়িয়ে আছে সকলের সাধনা সার্থক হোক— মহান আল্লাহ তাদের সবাইকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন!!

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
পিএইচ-ডি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারা
অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বংলাদেশ

হোসাইন ইবন মুহসিন রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তার এক ফুফু কোনো এক প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন এবং তাঁর প্রয়োজন শেষ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: "তুমি কি বিবাহিতা?" ফুফু বললেন: জি, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তার (স্বামীর) সাথে তোমার ব্যবহার কেমন?" তিনি বললেন: আমি তার সেবা ও আনুগত্যে কোনো ত্রুটি করি না। তবে সামর্থ্যের বাইরে হলে ভিন্ন কথা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "ভেবে দেখো! তার সাথে তোমার আচরণ কেমন? সে তো তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম।" [বর্ণনায় আহমাদ, ইবন আবী শাইবাহ, হুমায়দী, ইবন সা'দ ত্বাবরানী, মু'জামুল কাবীর, মু'জামুল আওসাত, বাইহাকী]

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ ....

শতকণ্ঠে মহিমা ঘোষণা করছি মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের যিনি ইসলাম নামক জীবনাদর্শ আমাদেরকে উপহার দিয়ে ধন্য করেছেন। আর অগণিত সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, যার যাপিত জীবনে রয়েছে আমাদের জন্য অনুপম আদর্শ ও অসাধারণ নমুনা।

সংসার সুখী হয় রমনীর গুণে, সংসার নামক ছোট্ট প্রতিষ্ঠানটির মধ্যমণি হলো একজন নারী। তাকে ঘিরেই সংসারের সবকিছু আবর্তিত হয়। সংসার পরিপাটি, সন্তান প্রতিপালন, স্বামীর সম্পদ সংরক্ষণ, স্বামীর মনোতুষ্টি-অসুন্তুষ্টি —এ সবকিছুতেই রয়েছে তার গভীর ও নিবিড় অবদান। নারী হচ্ছে প্রেম ও ভালোবাসার আধার। সে তার প্রেমময় ব্যবহারে স্বামীর সকল দুঃখ-যাতনা, অবসাদ-ক্লান্তি মুছে দিতে পারে। সংসার কাননে বসন্তের সুবাসিত ফুল ফোটাতে পারে; আবার এই নারীই পারে কালবৈশাখী ঝড়ো ঝাপটায় সংসারকে তছনছ করে স্বামীর জীবন বিস্বাদ করে তুলতে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নারীকে সৌভাগ্যের অন্যতম সোপান বলে চিত্রায়ন করেছেন। তিনি বছেলেন, "তিনটি বস্তু মানুষের সৌভাগ্যের লক্ষণ: সচ্চরিত্রা স্ত্রী, প্রশস্ত আবাসন ও অনুকূল বাহন। আর তিনটি বস্তু হতভাগ্যের নিদর্শন: দুশ্চরিত্রা স্ত্রী, সংকীর্ণ আবাসন ও অপ্রতিকূল বাহন।"

ঘর ভাঙ্গা আর বাঁধার অপ্রতিরোধ্য যে প্রতিবেদন আমরা গণমাধ্যম থেকে পেয়ে থাকি, তাতে রীতিমত ভড়কে যেতে হয়। সংসার হচ্ছে দাঁড়িপাল্লার দু'টি

পার্শ্বের মতো, যার স্থায়িত্ব ও সুখের নেপথ্যে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অবদান জড়ানো থাকলেও আমাদের কাছে মনে হয় এক্ষেত্রে স্ত্রীর অবদান একটু বেশিই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার নগ্ন থাবায় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার পর্যাপ্ত অনুপস্থিতিতে আমাদের পারিবারিক বন্ধন আজ নড়বড়ে হয়ে গেছে। সমাজব্যবস্থার ভীত জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। নারীত্ব ও নারীত্বের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যে দেখা দিয়েছে ব্যাপক এক শূন্যতা ও বিরাট এক ফারাক। ফলে যে সংসার ছিল সুখের আবাসন তা এখন হয়ে উঠেছে বিষময়। যে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য ছিল শীতল আশ্রয়ণ তা হয়ে উঠেছে অশান্ত টলটলায়মান। সমাজের এই করুণ অবস্থা থেকেই মূলত সৎ নারীর বৈশিষ্ট্য সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রামাণ্য একটি গ্রন্থ সংগ্রহের একটু-আধটু চোরাসাধ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। পরিশেষে জীবননদী যখন নতুন এক প্রান্তরের দিকে বাঁক নিল, তখন পুরনো সেই সাধটা দুর্দান্ত হয়ে উঠলো। নিজের উপকারেই সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তাবোধ হলো। তাই বহু ঘাঁটাঘাঁটির পর সন্ধান পেলাম একটি চমৎকার আরবি বইয়ের। তার নাম [صِفَةُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِي ضَوْءِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ] আর এই ছোট্ট কলেবরের বক্ষমান বইটি তারই অনুবাদ। গ্রন্থটি লিখেছেন আরব বিশ্বের খ্যাতিমান লেখক আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ আল-জুদাঈ'। গ্রন্থটিতে তিনি সৎ নারীর বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁর নিপুণ লিখনীতে ও মার্জিত সাহিত্যপূর্ণ ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই বইটি একই সাথে সহজ-সরল প্রামাণ্য যুক্তিপূর্ণ একটি গ্রন্থ। আমি তাতে মূল লেখকের মর্মবাণী ও আবেদন ধরে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। তারপরও কুরআনুল কারীম ছাড়া বিশ্বের অন্য কোনো গ্রন্থ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই কোনোরূপ ভুল কিংবা অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার ও আমাদের অবহিত করার অনুরোধ রইল।

গ্রন্থটি যখন প্রকাশনায় যাচ্ছে তখন আনন্দঘন মুহূর্তে কয়েকজন মহান ব্যক্তির কথা স্মরণ না করলেই নয়। একজন হলেন দেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, বহু গ্রন্থের লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক এবং বিস্ময়কর ও বিরল প্রতিভার অধিকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ-এর অধ্যাপক, আমার শিক্ষকতুল্য ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া (হাফিযাহুল্লাহ)। তিনি তাঁর অতি মূল্যবান সময় ব্যয় করে এই গ্রন্থটির সম্পাদনা করে আমাকে যারপরনাই কৃতার্থ করেছেন; তা না হলে নিশ্চিত আরো কিছুকাল আমাকে দৌড়ঝাঁপ করতে হতো।

আরেক গুণীজন আমার নিজ মহল্লার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই, দেশের প্রখ্যাত লেখক ও অনুবাদক মুফতি সাইফুল ইসলাম সাহেবকে গভীরভাবে স্বরণ করছি; যিনি বইটির সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতে বেশ কষ্ট স্বীকার করেছেন। প্রতিটি পাতায় নজর বুলিয়েছেন এবং দিয়েছেন দিক-নির্দেশনা।

আরেকজন হলেন আমার ভ্রাতৃপ্রতীম শ্রদ্ধেয় মাওলানা মিজানুর রহমান ফকির -নির্দ্বিধায় বলা যায় তাঁর আশ্বাসবাণী না পেলে হয়তো আমি অনুবাদ কার্যটি শুরুই করতে পারতাম না। তিনি বেশ ব্যতিব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে গ্রন্থটিকে ছাপানোর যোগ্য করে তুলতে কোনোরূপ শিথিলতা প্রদর্শন করেননি। তিনি বানান ও ভাষারীতি পরিমার্জন করে গ্রন্থটির মান আরো সুন্দর করেছেন। তাঁদের সবার প্রতি রইল আমার অগণিত শ্রদ্ধা ও অপরিসীম কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে আমাদের সকলের শ্রম সার্থক হোক। আল্লাহ আমাদের শ্রমটুকু কবুল করুন এবং এই গ্রন্থটির দ্বারা সকলকে উপকৃত করুন, আর পরকালের মুক্তির মাধ্যম করুন। আমীন! এই কামনায়...

মুফতি মুহা. ফিরদাউস ইবন শাহজাহান
সিনিয়র মুহাদ্দিস ও মুফতি
জামিয়া ইসলামিয়া বাইতুল আমান
আদাবর, ঢাকা- ১২০৭
তারিখ: ০৬/০৯/২০১৯ খ্রী

ভূমিকা

সকল প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য; আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক মা'বুদ নেই যিনি সকল ধর্মীয় মৌলিক বিষয়ের বিশদ বর্ণনারূপে এক মহা গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। যে সকল কল্যাণকর বস্তু লোকদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে এসব বস্তুর প্রতি তিনি মানবজাতিকে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, আর যা লোকদেরকে তা থেকে দূরে ঠেলে দিবে সে ব্যাপারে মানবজাতিকে ভীতিপ্রদর্শন করেছেন। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, যিনি তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর শরী'আত ও ঐশী বাণী প্রচার করেছেন। এই প্রচার-প্রসার পরিপূর্ণতা লাভ করার পূর্বে যিনি ইহলোক ত্যাগ করেননি। যিনি তাঁর আনীত সত্য-সঠিক বাণীর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ববাসীর বিরুদ্ধে এক মহা প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফলে তিনি আমাদেরকে রেখে গেছেন এমন শুভ্র-সরল পথে যার রাত-দিন উভয়টি একই পর্যায়ের। ধ্বংসপ্রাপ্ত লোক ছাড়া অন্য কেউ সেই সত্য-সুন্দর পথ থেকে বিচ্যুত হয় না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর সর্বক্ষণ সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন, যে সালাত ও সালামের মাধ্যমে আমি হিসাব-নিকাশের বিপদসংকুল দিবসে তাঁর সুপারিশের আশা রাখি।

অতঃপর.....

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে এবং তাঁরই অভিমুখী হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ ١٥﴾[فاطر:١٥]

"হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী; আর আল্লাহ, তিনিই অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।" [সূরা ফাতির, আয়াত: ১৫]

দরিদ্রের বৈশিষ্ট্য হলো— সে সর্বদা ধনবানের মুখাপেক্ষী থাকে। চোখের পলক পরিবর্তনের সামান্য কালের জন্যও সে তার থেকে অমুখাপেক্ষী হয় না। আর দাস তথা গোলামের বৈশিষ্ট্য হলো— সর্বদা মনিবের প্রতি বিনয়াবনত হওয়া। মালিকের সামান্য বিরুদ্ধাচারণ করার মাধ্যমেই সে তার অবাধ্য হয়ে যায়। এতে করে সে তার ওপর মালিকের ক্ষোভ আপতিত করে এবং নিজেকে মালিকের শাস্তির যোগ্য করে তুলে। স্রষ্টার পথে সৃষ্টির সম্পর্ক এমনই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦﴾ [الذاريات: ٥٦]

"আমি জিন্ন এবং মানুষ সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদাতের জন্য।" [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬]

কারণ তিনিই তাদেরকে অস্তিত্বহীন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের ওপর ঢেলে দিয়েছেন অসংখ্য নি'আমত। তিনি ছাড়া সবকিছুই তাঁর দাস বা গোলাম। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدٗا ٩٣﴾ [مريم: ٩٣]

"আসমানসমূহ ও যমীনে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না।" [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৯৩]

কেন তা হবে না? অথচ তিনি স্রষ্টা, আর তারা সৃষ্ট; তিনি চিরঞ্জীব, আর তারা মরণশীল; তিনি অবিনশ্বর, আর তারা নশ্বর-ধ্বংসশীল; তিনি ধনবান, আর তারা দরিদ্র-মুখাপেক্ষী; তিনি শক্তিমান মহা পরাক্রমশালী, আর তারা দুর্বল-পরাভূত; তিনি শক্তিমান-সক্ষম, আর তারা চির অক্ষম; তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, আর তারা অসম্পূর্ণ।

সুতরাং সুস্থ বিবেকের দাবি তো এটাই যে, বান্দা তার মালিক বা মনিবের কোনো হক নষ্ট করবে না, যেন সে তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে এবং তাঁর অমলিন জান্নাত ও ক্ষমা আহরণ করে সৌভাগ্যবান হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿تِلۡكَ ٱلۡجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنۡ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّٗا ٦٣﴾ [مريم: ٦٣]

"এই সে জান্নাত, যার অধিকারী করব আমার বান্দাদের মধ্যে মুত্তাকীদেরকে।" [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৬৩]

বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার সবিশেষ অনুগ্রহ হলো— তিনি সত্য দীন ও হিদায়াতের বাণীসহ তাদের কাছে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যেন তারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার সঠিক পথ-পদ্ধতি জানতে পারে। আর আল্লাহ তাদেরকে অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির ঘোর অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনতে পারেন, যার মাধ্যমে তারা চক্ষুষ্মান হয় ও তাদেরকে পৌঁছাতে পারেন এক সঞ্জীবনীর দিকে যাতে তারা প্রাণবন্ত হয় এবং নব-জীবন প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَوَ مَن كَانَ مَيۡتٗا فَأَحۡيَيۡنَٰهُ وَجَعَلۡنَا لَهُۥ نُورٗا يَمۡشِي بِهِۦ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ لَيۡسَ بِخَارِجٖ مِّنۡهَاۚ﴾ [الانعام: ١٢٢]

"যে ব্যক্তি মৃত ছিল, এরপর জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলোক দিয়েছি, সে ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে রয়েছে এবং সেখান থেকে আর বের হওয়ার নয়?" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১২২]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أَمۡرِنَاۚ مَا كُنتَ تَدۡرِي

مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلْنَٰهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَٰطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿٥٣﴾ ﴾ [الشورى: ٥٢، ٥٣]

"আর এভাবে আমরা আপনার প্রতি আমাদের নির্দেশ থেকে রূহকে অহী করেছি; আপনি তো জানতেন না কিতাব কী এবং ঈমান কী! কিন্তু আমরা এটাকে করেছি নূর, যা দ্বারা আমরা আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে হিদায়াত দান করি; আর আপনি তো অবশ্যই সরল পথের দিকে দিকনির্দেশ করেন- সে আল্লাহর পথ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তার মালিক। জেনে রাখুন, সকল বিষয় আল্লাহরই দিকে ফিরে যাবে।" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৫২-৫৩]

তিনি আরো বলেন,

﴿قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِۦ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ ﴾ [المائدة: ١٥، ١٦]

"অবশ্যই আমাদের রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে তিনি সেসবের অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করছেন এবং অনেক কিছু ছেড়ে দিচ্ছেন। অবশ্যই আল্লাহর নিকট থেকে এক আলো ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের কাছে এসেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, এ দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং তাদেরকে নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে

নিয়ে যান। আর তাদেরকে সরল পথের দিশা দেন।" [সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ১৫-১৬]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরণকে সকল মানুষের জন্য একটি প্রমাণ বানিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর হিদায়াত-আদর্শ গ্রহণ করবে সে মুক্তিপ্রাপ্ত হবে, আর যে তাঁর আনীত আদর্শ-পথ থেকে বিচ্যুত হবে সে বিনাশ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তাই যে ব্যক্তি ইহজগতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য-সমর্থন ও প্রতিষ্ঠা লাভের মাধ্যমে এবং আখেরাতে জান্নাত, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যমে সফলতা কামনা করে তার উচিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত সত্য দীন ও হিদায়াত এবং দিক-নির্দেশনাকে আঁকড়ে ধরা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿١٢٦﴾﴾ [طه: ١٢٣، ١٢٦]

"পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সৎপথের নির্দেশ আসলে যে আমার প্রদর্শিত সৎপথের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখ-কষ্ট পাবে না। আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকবে, নিশ্চয় তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমরা তাকে কিয়ামতের দিন জমায়েত করব অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার রব! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় জমায়েত করলেন? অথচ আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান। তিনি বলবেন, এরূপই আমাদের নিদর্শনাবলি তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ছেড়ে দিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তোমাকেও (জাহান্নামে) ছেড়ে রাখা হবে।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১২৩-১২৬]

বিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন,